কলকেতা সহর বড়ই গুল্‌জার,—গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠ্‌চে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদ্‌তে বেরিয়েচেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাট্‌খোলায় গদি ; দশ বারোটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাটের ও চুণের পাঁচখানা গোলা, নগদ দশ বারো লাখ টাকা দাদন ও চোটায় খাটে! কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বারো মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বারো দিনের জন্য বাড়ি যেতে হয়; একখানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ-ডেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাভ্যার, আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির!

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোনার তাগা, কোমরে মোটা সোনার গোট, গলায় এক ছড়া সোনার দু-নর হার, আহ্নিকের সময় খ্যাল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোনার ইষ্টিকবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাঙ্‌লা ও ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দেরের আসা যাওয়ায় ও দু চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্র্যাক্টে "কম" আইস, "গো" যাও, প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে হতো না, কানাইধন দত্তই তাঁর সব কাজকর্ম্ম দেখ্‌তেন, দাঁ মশায় টানা পাখায় বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বারো জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মরক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পূজোর প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রি ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ারগোছের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রংতামাশার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাধা ও আর আর কাজের ভার পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুর গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু করে নুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ির দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে দরওয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক! "হোরির বক্‌সিস্‌" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামী" দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্ত বাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কব্‌লে এক জন দরওয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারী" কিন্‌তে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হলে, হুজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" "উমেদার" "কন্যাদায়" "আইবুড়ো" ও "বিদেশী ব্রাহ্মণ" ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরে বড় মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানির জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্‌ কল্লেও বিশ্বাস হয় না! দত্ত বাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্যে হুজুরে এসেচেন—ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরওয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাদুনে দরওয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হুজুরে পেশ কল্লে।

পাঠক! বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানের কথায় এইখানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গ্যালো, সেটি না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগবাজার অঞ্চলের এক জন ভদ্র লোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্তন্ন করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষপরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জ্বেলে, শাঁখ বাজিয়ে, আইবুড় ভাত খাবার মত—কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজ কাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতরগোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ ষেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আর ষাট-বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচ দেখ্‌তে বসুন,—প্রতিমে বিসর্জ্জন—স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সার্‌তে আপিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন, খাবার